Bengali: Easy-to-Read Version

Language: বাংলা (Bengali)
Provided by: Bible League International.

Copyright and Permission to Copy

Taken from the Bengali: Easy-to-Read Version © 2001, 2016 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-25 from source files dated 2017-08-25.
9c530795-7893-5768-8bb6-58791486713d
ISBN: 978-1-5313-1309-8

যাকোবের

পত্র

১ ১ আমি যাকোব, ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস, নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা ঈশ্বরের বারো গোষ্ঠীর লোকদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছি।

বিশ্বাস ও প্রজ্ঞা

২ আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা যখন নানারকম প্রলোভনের মধ্যে পড়, তখন তা মহা আনন্দের বিষয় বলে মনে কর।
৩ একথা জেনো, এই সকল বিষয় তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা করে ও তোমাদের ধৈর্য্যগুণ বাড়িয়ে দেয়। ৪ সেই ধৈর্য্যগুণকে
তোমাদের জীবনে পুরোপুরিভাবে কাজ করতে দাও। এর ফলে তোমরা নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং কোন বিষয়ে তোমাদের
কোন অভাব থাকবে না।

৫ তোমাদের কারো যদি প্রজ্ঞার অভাব হয়, তবে সে তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুক। ঈশ্বর দয়াবান; তিনি
সকলকে উদারভাবে এবং আনন্দের সঙ্গে দেন। অতএব ঈশ্বর তোমাদের প্রজ্ঞা প্রদান করবেন। ৬ কিন্তু ঈশ্বরের কাছে
চাইতে হলে কোনরকম সন্দেহ না রেখে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গেই তা চাইতে হবে, কারণ যে সন্দেহ করে, সে ঝোড়ো হাওয়ায়
আলোড়িত উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গের মতো। ৭–৮ এই প্রকার লোক দুই মনের মানুষ, প্রত্যেকটি কাজেই চঞ্চল ও অস্থির। এমন
লোকের মনে করা উচিত নয় যে প্রভুর কাছে সে কিছু পাবে।

প্রকৃত সম্পদ

৯ যে বিশ্বাসী ভাই গরীব, সে গর্ব অনুভব করুক, কারণ ঈশ্বর তাকে আত্মিকভাবে উন্নত করেছেন। ১০ যে বিশ্বাসী ভাই
ধনী, সে গর্ব বোধ করুক, কারণ ঈশ্বর তাকে দেখিয়েছেন যে সে আত্মিকভাবে দরিদ্র। ধনী ব্যক্তি একদিন বুনো ফুলের মতো
ঝরে যাবে। ১১ সূর্য ওঠার পর তার তাপ ক্রমশঃ বেড়েই যায়, তাপে তৃণ ঝলসে যায় ও ফুল ঝরে যায়। ফুল সুন্দর হলেও তার
রূপের বাহার বিলীন হয়ে যায়। তেমনি ঘটে ধনী ব্যক্তির জীবনে। তার কাজের পরিকল্পনাকালেই সে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পড়ে।

ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রলোভন আসে না

১২ পরীক্ষার সময় যে ধৈর্য্য ধরে ও স্থির থাকে সে ধন্য, কারণ বিশ্বাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ঈশ্বর তাকে পুরস্কার স্বরূপ
অনন্ত জীবন দেবেন। ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে তাদের তিনি এই জীবন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১৩ কেউ যখন প্রলুব্ধ
হয় তখন যেন সে না বলে, "ঈশ্বর আমাকে প্রলুব্ধ করেছেন।" মন্দ ঈশ্বরকে কোন জিনিস প্রলোভিত করতে পারে না এবং
ঈশ্বরও নিজে কাউকে প্রলোভনে ফেলেন না। ১৪ প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মন্দ অভিলাষের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। তার মন্দ
ইচ্ছা তাকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে। ১৫ এই মন্দ ইচ্ছা গর্ভবতী হয়ে পাপের জন্ম দেয় এবং পাপ পূর্ণতা
লাভ করে মৃত্যুর জন্ম দেয়।

১৬ আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এ ব্যাপারে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। ১৭ সমস্ত ভাল ও নিখুঁত দান স্বর্গ থেকে আসে,
কারণ পিতা ঈশ্বর, যিনি স্বর্গীয় আলো সৃষ্টি করেছিলেন তিনি সর্বদা একই আছেন, তাঁর কোনও পরিবর্তন হয় না। ১৮ ঈশ্বর
তাঁর নিজের ইচ্ছায় সত্য বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন দিয়েছেন। তিনি চান যেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমরা
অগ্রগন্য হই।

শ্রবণ কর ও সেই মতো কাজ কর

১৯ আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমরা শ্রবণে সত্বর কিন্তু কথনে ধীর হও। চট করে রেগে যেও না। ২০ ক্রোধ কখনই
ঈশ্বরের প্রত্যাশা অনুযায়ী সৎ জীবন যাপনের সহায়ক হতে পারে না। ২১ তাই তোমাদের জীবন থেকে সব রকমের অপবিত্রতা
ও যা কিছু মন্দ, যা তোমাদের চারপাশে রয়েছে তাকে দূরে সরিয়ে দাও; আর নম্রভাবে ঈশ্বরের শিক্ষা গ্রহণ কর যা তিনি
তোমাদের হৃদয়ে বপন করেছেন।

২২ ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে কাজ কর। শুনে কিছু না করে বসে থাকলে চলবে না। শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের শ্রোতা
হয়ে নিজেকে ঠকিও না। ২৩ যদি কেউ শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের শ্রোতাই হয় আর সেই মতো কাজ না করে, তবে সে এমন
একজন লোকের মতো যে আয়নার দিকে তাকায়, ২৪ নিজেকে দেখে এবং চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজে কেমন দেখতে তা

ভুলে যায়। ২৫ কিন্তু সেই ব্যক্তি প্রকৃত সুখী যে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা, যা মানুষের কাছে মুক্তি নিয়ে আসে তা ভালভাবে অধ্যয়ন করতে থাকে ও তা পালন করে এবং যা শ্রবন করে তা ভুলে যায় না, এই বাধ্যতা তাকে সুখী করে তোলে।

উপাসনার প্রকৃষ্ট পথ

২৬ যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক মনে করে, অথচ নিজের মুখ না সামলায় তবে সে নিজেকে ঠকায়, তার "ধার্মিকতা" মূল্যহীন। ২৭ যে ধার্মিকতা ঈশ্বর বিশুদ্ধ ও খাঁটি হিসেবে অনুমোদন করেন তা হল অনাথ ও বিধবাদের দুঃখ কষ্টে দেখাশোনা করা এবং নিজেকে পৃথিবীর মন্দ প্রভাব থেকে দূরে রাখা।

সবাইকে ভালবাসো

২ ১ আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা আমাদের মহিমাময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী, সুতরাং তোমরা পক্ষপাতিত্ব করো না। ২ মনে কর কোন ব্যক্তি হাতে সোনার আংটি ও পরনে দামী পোশাক পরে তোমাদের সভায় এল। সেই সময় একজন গরীব লোকও ময়লা পোশাক পরে সেখানে এল। ৩ যদি তোমরা সেই দামী পোশাক পরা মানুষটির দিকে বিশেষ নজর দিয়ে বল, "এই ভাল চেয়ারে বসুন," আর সেই গবীর লোকটিকে বল, "তুমি ওখানে দাঁড়াও," কিংবা "তুমি আমার এই পায়ের কাছে মাটিতে বস," ৪ তাহলে তোমরা কি করছ? এক ব্যক্তি থেকে আরেকজনকে কি বেশী সম্মানের পাত্র বলে বিচার করছ না? তোমরা কি মন্দ মাপকাঠিতে লোকের বিচার করছ না?

৫ আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা শোন, সংসারে যারা গরীব, ঈশ্বর কি তাদের বিশ্বাসে ধনী হবার জন্য মনোনীত করেন নি? যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের যে রাজ্য দেবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই রাজ্যের অধিকারী হবার জন্য এই গরীব লোকদের কি তিনি বেছে নেন নি? ৬ কিন্তু তোমরা সেই গরীব লোকটিকে কোন সম্মান দিলে না। ধনীরাই কি তোমাদের দাবিয়ে রাখে না? তারাই কি তোমাদের আদালতে টেনে নিয়ে যায় না? ৭ যে উত্তম নাম (যীশু) তোমাদের কাছে কীর্ত্তিত হয়েছে, তোমরা যাঁর আপনজন, ধনীরাই কি সেই সম্মানিত নামের নিন্দা করে না?

৮ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার উর্দ্ধে একটি বিধি আছে। এই রাজকীয় ব্যবস্থাটি শাস্ত্রের রয়েছে: "তোমরা প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে।" *তোমরা যদি সেই বিধি-ব্যবস্থা পালন কর তবে ভালই করছ। ৯ কিন্তু তোমরা যদি কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর তবে তোমরা পাপ করছ, আর এই রাজকীয় ব্যবস্থা তোমাদের ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা ভঙ্গকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করবে।

১০ কেউ যদি সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে ও তার মধ্যে কেবল যদি একটি ব্যবস্থা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে সমস্ত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়। ১১ ঈশ্বর বলেছেন, "ব্যভিচার করো না।" †আবার তিনিই বলেছেন, "নরহত্যা করো না।" ‡এবার তুমি যদি ব্যভিচার না করে নরহত্যা কর, তাহলেও তুমি একজন ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা ভঙ্গকারী।

১২ যে ব্যবস্থা তোমাদের স্বাধীন করেছে তারই দ্বারা তোমাদের বিচার হবে, সুতরাং তোমরা যে কোন কাজ করার আগে ও কথা বলার পূর্বে এইসব স্মরণ কর। ১৩ তোমাদের উচিত অপরের প্রতি দয়া করা। যে কারও প্রতি দয়া করে নি, ঈশ্বরের কাছ থেকে সে বিচারের সময় দয়া পাবে না। কিন্তু যে দয়া করেছে সে বিচারের সময় নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারবে।

বিশ্বাস ও সৎ কর্ম

১৪ আমার ভাই ও বোনেরা, যদি কেউ বলে আমার বিশ্বাস আছে, অথচ সে সেই অনুসারে কোন কাজ না করে, তা হলে তার বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। সেই বিশ্বাস কি তাকে রক্ষা করতে পারবে? কখনই না। ১৫ ধর, কোন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ভাই বা বোনের অন্ন বস্ত্রের অভাব আছে, ১৬ এই অবস্থায় তাকে কোন সাহায্য না করে তোমরা যদি মুখে বল, "ঈশ্বর তোমার সহায় হোন, খেয়ে পরে থাক।" কিন্তু তার উপকার করতে ঐ প্রয়োজনীয় দ্রব্য না দাও তবে ঐসব কথার কি মূল্য আছে? ১৭ ঠিক সেইভাবে বিশ্বাস অনুযায়ী যদি কোন কাজ না হয় তবে সে বিশ্বাস মৃত বলেই গন্য হয়। সেই বিশ্বাস শুধু বিশ্বাসই, তার বেশী কিছু নয়।

১৮ কিন্তু কেউ হয়তো বলবে, "তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কাজ আছে। কাজ বাদ দিয়ে তোমার বিশ্বাস আমাকে দেখাও আর আমি আমার কাজের মধ্যে আমার বিশ্বাস তোমাকে দেখাব।" ১৯ তুমি কি বিশ্বাস কর যে এক ঈশ্বর রয়েছেন? এমনকি ভূতরাও তা বিশ্বাস করে ও ভয়ে কাঁপে।

---

*২:৮ উদ্ধৃতি লেবীয় ১৯:১৮.
†২:১১ উদ্ধৃতি যাত্রা ২০:১৪; দ্বি. বি. ৫:১৮.
‡২:১১ উদ্ধৃতি যাত্রা ২০:১৩; দ্বি. বি. ৫:১৭.

২০ ওহে মুর্খ মানুষ! কর্মবিহীন বিশ্বাস যে কোন কাজের নয়, তুমি কি চাও আমি তা প্রমাণ করি? ২১ অব্রাহাম আমাদের
পিতৃপুরুষ ছিলেন। যখন তিনি তাঁর পুত্র ইস্হাককে যজ্ঞ বেদীর ওপর উৎসর্গ করেন, তখন তাঁর কাজের জন্য তিনি ঈশ্বরের
কাছে স্বীকৃতি পান। ২২ কাজেই লক্ষ্য কর অব্রাহামের বিশ্বাস ও কর্ম একসাথে কাজ করেছিল এবং তাঁর বিশ্বাস কর্মের
মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল। ২৩ এইভাবে শাস্ত্রের সেই বাক্য পূর্ণ হল যেখানে বলা হয়েছে, "অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন।
ঈশ্বরের কাছে সেই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হল এবং সেই বিশ্বাসে অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে নির্দোষ গণিত হলেন," ¶আর
তাঁকে "ঈশ্বরের বন্ধু" বলা হল। §২৪ তাহলে তোমরা দেখলে যে মানুষ তার কাজের মাধ্যমেই ঈশ্বরের কাছে নির্দোষ বলে
গণিত হয়, কেবলমাত্র তার বিশ্বাসের দ্বারা নয়।

২৫ আর একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে রাহবের কথা বলা যেতে পারে। বেশ্যা রাহব কি তার কাজের মাধ্যমেই ঈশ্বরের চোখে
নির্দোষ গণিত হয় নি? সে গুপ্তচরদের (ঈশ্বরের লোক) লুকিয়ে রেখে পরে তাদের অন্য পথ দিয়ে নিরাপদে চলে যেতে সাহায্য
করেছিল।

২৬ দেহের মধ্যে প্রাণ যখন থাকে না, তখন সেই দেহ যেমন মৃত, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।

বাকসংযমের প্রয়োজনীয়তা

৩ ১ আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মধ্যে বেশী লোকের শিক্ষক হওয়ার জন্য চেষ্টা করার দরকার নেই, কারণ তোমরা
জান যে আমরা শিক্ষক বলে অন্যদের থেকে আমাদের বিচার কঠোর হবে।

২ কারণ আমরা সকলেই নানাভাবে অন্যায় করে থাকি। যদি কেউ তার কথাবার্তায় অসংযত না হয়, তবে সে একজন খাঁটি
লোক, সে সব বিষয়ে নিজের দেহকে সংযত রাখতে পারে। ৩ ঘোড়াদের বশে রাখার জন্য, আমরা তাদের মুখে বলগা দিই এবং
তার ফলে তাদের সমস্ত দেহকে আমরা আমাদের পছন্দমত যে কোনও দিকে পরিচালিত করতে পারি। ৪ আবার জাহাজের কথা
ভাব, তারা কত প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড বাতাসের মধ্যে দিয়ে চলে, অথচ ছোট্ট একটা হালের সাহায্যে নাবিক সেটাকে যেদিকে ইচ্ছা
সেদিকে নিয়ে যায়। ৫ তেমনি জিভও দেহের একটা ছোট অঙ্গ, তবু তা বড় বড় কথা বলে।

দেখ আগুনের একটা ছোট ফুলকি কেমন করে এক বিরাট বনকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। ৬ জিভও তেমনি আগুনের
ফুলকির মতো। আমাদের দেহের অঙ্গগুলির মধ্যে জিভ হল অধর্মের এক জগত, কারণ জিভ থেকেই নানা মন্দ আমাদের সমস্ত
দেহে ছড়িয়ে পড়ে। নরকের আগুনে জিভ জ্বলে উঠে গোটা জীবনকে প্রভাবিত করে।

৭ মানুষ সব রকমের পশু-পাখী, সরীসৃপ ও সমুদ্রের প্রাণীকে দমন করে রাখতে পারে আর তাদের বশে রাখতে পারে;
৮ কিন্তু কোন মানুষ জিভকে বশে রাখতে পারে না, এই জিভ সব সময়ই অস্থির, মন্দ ও মারাত্মক বিষে ভরা। ৯ এই জিভ দিয়েই
আমরা কখনও আমাদের প্রভু ও পিতার প্রশংসা করি, আবার কখনও বা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানুষকে অভিশাপ দিই।
১০ একই মুখ থেকে প্রশংসা ও অভিশাপ নির্গত হয়। ভাই ও বোনেরা, এমন হওয়া উচিত নয়। ১১ একই উৎস থেকে কি কখনও
মিষ্টি ও তেতো দুরকম জল নিঃসৃত হয়? ১২ আমার ভাই ও বোনেরা, দ্রাক্ষা লতায় কি ডুমুর ফল ধরে? তেমনি নোনা জলের
উৎস থেকে কি মিষ্টি জল পাওয়া যায়?

প্রকৃত প্রজ্ঞা

১৩ তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান কে? সে সৎ জীবনযাপন করে ও নম্রতার সাথে ভাল কাজ করে গর্বহীনভাবে তার
বিজ্ঞতা প্রকাশ করুক। ১৪ তোমাদের মনে যদি তিক্ততা, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা থাকে তাহলে তোমাদের জ্ঞানের বড়াই করো না;
করলে তোমাদের গর্ব হবে আর এক মিথ্যা, যা সত্যকে ঢেকে রাখে। ১৫ এই ধরণের "জ্ঞান" যা ঈশ্বর থেকে লাভ হয় না
তা পার্থিব, আত্মিক নয়, তা দিয়াবলের কাছ থেকে আসে। ১৬ যেখানে ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা রয়েছে সেখানেই বিশৃঙ্খলা ও সব
রকমের নোংরামি থাকে। ১৭ কিন্তু যে জ্ঞান ঈশ্বর থেকে আসে তা প্রথমতঃ শুচিশুদ্ধ পরে শান্তিপ্রিয়, সুবিবেচক, বাধ্যতা, দয়া
ও সৎ কাজে পূর্ণ, পক্ষপাতশূন্য ও আন্তরিক। ১৮ যারা শান্তির জন্য শান্তির পথে কাজ করে চলে, তারা উত্তম জিনিস লাভ করে
যা যথার্থ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে আসে।

নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ কর

৪ ১ তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কোথা থেকে আসে তা কি তোমরা জান? তোমাদের দেহের মধ্যে যে সব স্বার্থপর লালসা
যুদ্ধ করছে, সেই সবের মধ্য থেকেই আসে। ২ তোমরা কিছু চাও কিন্তু তা পাও না, তখন খুন কর ও অপরকে হিংসা কর।
কিন্তু তবুও তা পেতে পারো না, তাই তোমরা ঝগড়া কর, মারামারি কর। তোমরা যা চাও, তা পাও না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের

¶২:২৩ উদ্ধৃতি আদি ১৫:৬.
§২:২৩ উদ্ধৃতি ২ বংশাবলি ২০:৭; যিশ. ৪১:৮.

কাছে চাও না। ৩ অথবা চাইলেও পাও না কারণ তোমরা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চাও। তোমরা কেবল নিজেদের ভোগ বিলাসে ব্যবহারের জন্য জিনিস চাও।

৪ সুতরাং তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত নও। তোমাদের জানা উচিত যে জাগতিক বস্তুগুলিকে ভালবাসার অর্থ হল ঈশ্বরকে ঘৃণা করা। তাই যে কেউ জগতের বন্ধু হতে চায় সে ঈশ্বরের শত্রু হয়ে ওঠে। ৫ তোমরা কি মনে কর যে শাস্ত্রের এইসব কথা অর্থহীন? শাস্ত্র বলে, "ঈশ্বর যে আত্মাকে আমাদের অন্তরে বাস করতে দিয়েছেন, তা চায় যেন আমরা শুধু তাঁরই হই।" **৬ কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান তার থেকেও বড় বিষয়। তাই শাস্ত্রে লেখা আছে: "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু যাঁরা নম্র তিনি তাদের অনুগ্রহ প্রদান করেন।" ††

৭ তাই তোমরা নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সঁপে দাও। দিয়াবলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে। ৮ তোমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও, তাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্তী হবেন। পাপীরা, তোমাদের জীবন থেকে পাপ দূর করো। তোমরা একই সাথে ঈশ্বরের ও জগতের সেবা করতে চেষ্টা করছ। তোমাদের অন্তঃকরণ পবিত্র কর। ৯ তোমরা শোক কর, দুঃখে ভেঙে পড় ও কাঁদ, তোমাদের হাসি কান্নায় পরিণত হোক্, আর আনন্দ, বিষাদে পরিণত হোক্। ১০ তোমরা প্রভুর সামনে নত হও, তাহলে তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন।

বিচার কোরো না

১১ ভাই ও বোনেরা, তোমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে নিন্দা করা বন্ধ কর। যদি কেউ তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বলে অথবা তার ভাইয়ের বিচার করে, সে বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই কথা বলে এবং ব্যবস্থার বিচার করে। যদি তুমি বিধি-ব্যবস্থার বিচার কর, তাহলে তুমি আর তার পালনকারী হলে না বরং বিধি-ব্যবস্থার বিচারক হলে। ১২ একমাত্র ঈশ্বরই বিধি-ব্যবস্থা দিতে পারেন ও বিচার করতে পারেন। একমাত্র তিনিই বিচারকর্তা, কেবল তিনিই আমাদের রক্ষা করতে বা বিনষ্ট করতে পারেন। তাই অন্য কারুরই বিচার করা তোমার অধিকারে নেই।

তোমার জীবনের পরিকল্পনা ঈশ্বরের হাতে দাও

১৩ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "আজ বা কাল আমরা এমন শহরে যাব, যেখানে গিয়ে এক বছর থাকব আর ব্যবসা করে লাভ করব।" ১৪ একটু ভেবে দেখ, কাল কি হবে তা তুমি জান না। তোমাদের প্রাণ তো কুয়াশার মতো, ক্ষণকালের জন্য তা দৃষ্টিগোচর হয়, তারপর উবে যায়। ১৫ তাই তোমাদের বলা উচিত, "প্রভুর ইচ্ছা হলে, আমরা বেঁচে থাকব আর এটা ওটা করব।" ১৬ কিন্তু এখন তোমরা নিজেদের বিষয়ে নিজেরাই অহঙ্কার ও দর্প করছ; আর এই প্রকারের সব অহঙ্কার অন্যায়। ১৭ মনে রেখো, যে সৎ কর্ম করতে জানে অথচ তা না করে, সে পাপ করে।

স্বার্থপর ধনী লোকরা দণ্ডিত হবে

৫ ১ ধনী ব্যক্তিরা শোন, তোমাদের জীবনে যে ঘোর দুর্দশা আসছে, তার জন্য তোমরা কাঁদ ও হাহাকার কর। ২ তোমাদের ধন পচে যাবে, তার কোন মূল্যই থাকবে না। তোমাদের পোশাক পোকায় কাটবে, তোমাদের সোনা ও রূপোয় মরচে ধরবে। সেই মরচে প্রমাণ করবে যে তোমরা অন্যায় করেছ। ৩ আর সেই মরচে আগুনের মতো তোমাদের দেহের মাংস খেয়ে ফেলবে। তোমরা শেষের দিনের জন্য সম্পদ জমা করেছ। ৪ দেখ! যে মজুররা তোমাদের ক্ষেতে কাজ করেছিল তাদের তোমরা মজুরি দাও নি। তার জন্য তারা তোমাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করছে। তারা তোমাদের ক্ষেতের ফসল কেটেছে, এখন তাদের সেই আর্তনাদ স্বর্গীয় বাহিনীর প্রভু ঈশ্বরের কানে পৌঁছেছে।

৫ এই পৃথিবীতে তোমরা ভোগ বিলাসে দিন কাটিয়ে প্রাণের লালসা মিটিয়েছ। বলি হবার দিনের জন্য তোমরা নিজেদের পশুর মতো মোটা করছ। ৬ ভাল লোকদের প্রতি তোমরা কোন দয়া দেখাও নি। তোমরা নির্দোষ লোকদের দোষী সাব্যস্ত করেছ এবং বধ করেছ, যদিও তারা তোমাদের বিরোধিতা করে নি।

ধৈর্য্য ধর

৭ ভাই ও বোনেরা, ধৈর্য্য ধর। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন, তাঁর না আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধর। মনে রেখো, একজন চাষী তার ক্ষেতের মূল্যবান ফসলের জন্য অপেক্ষা করে, আর যতদিন তা প্রথম ও শেষ বর্ষণ না পায়, ততদিন সে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে। ৮ তোমাদের ধৈর্য্য ধরা দরকার, আশা ছেড়ে দিও না। প্রভু যীশু শীঘ্রই আসছেন। ৯ ভাই ও বোনেরা, তোমরা

**৪:৫ ঈশ্বর ... হই দ্রষ্টব্য যাত্রা ২০:৫.

††৪:৬ উদ্ধৃতি হিতো ৩:৩৪.

একে অপরের বিরুদ্ধে নালিশ করো না। তোমরা যদি নালিশ করা থেকে বিরত না হও, তাহলে তোমরা দোষী সাব্যস্ত হবে। দেখ, বিচারক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।

১০ ভাই ও বোনেরা, দুঃখ ও কষ্টে কিভাবে ধৈর্য্য ধরতে হয় তার দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ভাববাদীদের অনুসরণ কর যাঁরা প্রভুর পক্ষে কথা বলেছিলেন। ১১ আমরা বলি যাঁরা জীবনে দুঃখ কষ্ট সহিষ্ণুতার সঙ্গে মেনে নেয় তারা ধন্য। তোমরা ইয়োবের সহিষ্ণুতার কথা শুনেছ। তোমরা জান যে ইয়োবের সমস্ত দুঃখ কষ্টের পর প্রভু তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এতে জানা যায় যে প্রভু করুণা ও দয়ায় পরিপূর্ণ।

কথাবার্তায় সতর্ক হও

১২ আমার ভাই ও বোনেরা, বিশেষ করে মনে রেখো, কোন প্রতিশ্রুতি করার সময়ে স্বর্গ, পৃথিবী বা অন্য কোন নাম ব্যবহার করে তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে দিব্যি করো না। তোমাদের "হাঁ," যেন হাঁ-ই হয় আর "না" যেন "না" থাকে। এটা কর যাতে তোমাদের বিচারের দায়ে পড়তে না হয়।

প্রার্থনার শক্তি

১৩ তোমাদের মধ্যে কেউ কি কষ্ট পাচ্ছে? তবে সে প্রার্থনা করুক। কেউ কি সুখী? তবে সে ঈশ্বরের গুণকীর্তন করুক। ১৪ তোমাদের মধ্যে কেউ কি অসুস্থ হয়েছে? তবে সে মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডাকুক। তারা প্রভুর নামে তার মাথায় একটু তেল দিয়ে তার জন্য প্রার্থনা করুক। ১৫ বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবে, প্রভুই তাকে সুস্থ করে তুলবেন; আর সে যদি পাপ করে থাকে তবে প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন।

১৬ তাই তোমরা পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার কর, পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সুস্থতা লাভ কর, কারণ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির প্রার্থনা খুবই শক্তিশালী ও কার্যকরী। ১৭ এলিয় আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন যেন বৃষ্টি না হয়, আর সাড়ে তিন বছর ধরে দেশে বৃষ্টি হল না। ১৮ পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন আর আকাশ থেকে বৃষ্টি নামল এবং ক্ষেতে ফসল হল।

আত্মার মুক্তি

১৯ আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্য থেকে দূরে সরে যায় আর যদি কেউ তাকে সত্যে ফিরে আসতে সাহায্য করে তবে ২০ একথা মনে রেখো, যে পাপীকে মন্দ থেকে ফিরিয়ে আনে সে সেই ব্যক্তিকে অনন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে এবং এই কাজের দ্বারা তার অনেক পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে।